রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শনিবার, জুলাই ১৯, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বীজ অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৯ আষাঢ় ১৪৩২/১৩ জুলাই ২০২৫

নং **১২.০০.০০০০.০৯৮.১৭.০০১.১৮.১০৭**—ইনব্রেড ধানের জাত মূল্যায়ন এবং ছাড়করণ পদ্ধতি ১৪ মে ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ১১৪তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইনব্রেড ধানের জাত মূল্যায়ন এবং ছাড়করণ পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও অনুসরণের জন্য প্রকাশ করা হইল।

ইনব্রেড ধানের জাত মূল্যায়ন এবং ছাড়করণ পদ্ধতি

বীজ আইন, ২০১৮; বীজ বিধিমালা, ২০২০ এবং জাতীয় বীজ বোর্ডের সভার সিদ্ধান্তের সহিত সরাসরি পরিপন্থি না হইলে ইনব্রেড ধানের জাত মূল্যায়ন এবং ছাড়করণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে:

(১) ইনব্রেড ধানের জাত মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠানকে বীজ বিধিমালা, ২০২০ এ উল্লিখিত বিধি ১১ এর উপবিধি ২ অনুযায়ী নির্ধারিত ফরম-১০ এ (পরিশিষ্ট-ক) জাত ছাড়করণের প্রস্তাব, প্রস্তাবিত জাতের কমপক্ষে ০৮(আট) কেজি বীজ এবং ট্রায়াল খরচ বাবদ অর্থ: আউশ মৌসুমের জন্য ১ মার্চ, আমন মৌসুমের জন্য ১৫ মে ও বোরো মৌসুমের জন্য ০১ নভেম্বর এর মধ্যে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বরাবর প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) প্রতিটি প্রস্তাবিত জাতের মূল্যায়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠানকে জাত প্রতি ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা এন্ট্রি ফি সরকারি কোষাগারে কোড নং- ১৪২২৩২৯ এ জমা দিয়া চালানের কপি পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর বরাবর দাখিল করিতে হইবে। ট্যাগিং, ব্যাগিং, শ্রমিক ভাতা, কন্টিনজেন্সীসহ ২,০০০/-

মূল্য : টাকা ১২.০০

(দুই হাজার) টাকা, ট্রায়াল বাস্তবায়ন ও আনুষঙ্গিক (সাইনবোর্ড, সার, শ্রমিক, কীটনাশক, সেচ ইত্যাদি) খরচ বাবদ ট্রায়াল প্রতি ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা এবং মূল্যায়ন দলের সদস্যদের (৭ জন) দুইবার মূল্যায়নের জন্য ১৪,০০০/- (চৌদ্দ হাজার) টাকা ও ট্রায়াল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মনিটরিং এর জন্য (বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর সদর দপ্তরের ১ (এক) জন কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট জেলার/উপজেলার উপপরিচালক/উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, ডিএই এবং অনস্টেশন ইনচার্জ/উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাসহ ৩ (জন) ৬,০০০/- (ছয় হাজার) টাকাসহ মোট সম্মানী ভাতা ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা ও আপ্যায়ন ভাতা ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকাসহ মোট ৪৭,০০০/- (সাতচল্লিশ হাজার) টাকা হিসাবে দশটি স্থানে সর্বমোট ৪,৭০,০০০/- (চার লক্ষ সত্তর হাজার) টাকা পে-অর্ডারের মাধ্যমে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বরাবর জমা দিতে হইবে।

(৩) জাত মূল্যায়নের জন্য দেশের ১৪টি কৃষি অঞ্চলের মধ্যে ন্যূনতম ১০টি অঞ্চলে The Randomized Complete Block Design (RCBD) এ ৩টি রেপ্লিকেশন এর মাধ্যমে ৪টি অনস্টেশন পরীক্ষা এবং ৬টি অনফার্ম পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রস্তাবিত জাতটি সমান জীবনকাল সম্পন্ন চেক জাত (ছাড়কৃত সর্বোচ্চ ফলন সম্পন্ন জাত) এর চাইতে কমপক্ষে ৬টি স্থানে ন্যূনতম ১০% বেশি ফলন হইলে সারাদেশে ছাড়করণের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। বিশেষ গুণসম্পন্ন (নির্দিষ্ট রোগ-পোকামাকড় প্রতিরোধী, সুগন্ধি, জিংক সমৃদ্ধ, আয়রণ সমৃদ্ধ , প্রোটিন সমৃদ্ধ, রাইস ব্র্যান অয়েল এর পরিমাণ, Glycemic Index Value (GI), Vitamin A সমৃদ্ধ, Alkali Spreading Value ইত্যাদি) জাতের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত জাতের ফলন কমপক্ষে চেক জাতের সমান হইলে সারাদেশে ছাড়করণের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। আবেদন করিবার সময় বিশেষ গুণের উল্লেখ থাকিতে হইবে এবং যথাযথ প্রমাণপত্র দাখিল করিতে হইবে।

প্রতিকূল পরিবেশ সহিষ্ণু জাতের (বন্যা, আকস্মিক বন্যা, খরা, ঠান্ডা, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা, জোয়ার-ভাটা ইত্যাদি) বিবেচনায় ন্যূনতম ৬টি অঞ্চলে ৪টি অনস্টেশন পরীক্ষা এবং ৬টি অনফার্ম পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত জাতটি সমান জীবনকাল সম্পন্ন চেক জাত (ছাড়কৃত সর্বোচ্চ ফলন সম্পন্ন জাত) এর চাইতে কমপক্ষে ৬টি স্থানে ন্যূনতম ১০% বেশি ফলন হইলে অঞ্চলভিত্তিক/ সারাদেশে ছাড়করণের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

তবে, বিশেষ ক্ষেত্রে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ন্যূনতম ৬টি অঞ্চল না পাওয়া গেলে ৬টি এর কম সংখ্যক অঞ্চলের ন্যূনতম ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত জাতটি সমান জীবনকাল সম্পন্ন চেক জাত (ছাড়কৃত সর্বোচ্চ ফলন সম্পন্ন জাত) এর চাইতে কমপক্ষে ৪টি স্থানে ন্যূনতম ১০% বেশি ফলন হইলে অঞ্চলভিত্তিক ছাড়করণের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৪) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর ২(দুই) বছর DUS (Distinctness, Uniformity and Stability) পরীক্ষা করিতে হইবে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর সংশ্লিষ্ট জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের স্থানীয় জনবলের সহযোগিতায় অনফার্ম পরীক্ষা সম্পন্ন করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় জনবলের সহযোগিতায় অনস্টেশন পরীক্ষা সম্পন্ন করিবেন। উক্ত পরীক্ষা VCU (Value for Cultivation and Use) পরীক্ষা হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(৫) VCU (Value for Cultivation and Use) পরীক্ষার কার্যক্রম অবশ্যই প্রথম বৎসর DUS (Distinctness, Uniformity and Stability) পরীক্ষার কার্যক্রম সম্পন্ন করিবার পর শুরু করিতে হইবে।

(৬) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব মূল্যায়নের বিস্তারিত তথ্য ছক আকারে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট জমা দিতে হইবে।

(৭) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আবেদনকারী আবেদনপত্রের সহিত প্রস্তাবিত জাতের Molecular Data (DNA Fingerprinting Data) সহ পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বরাবর প্রেরণ করিতে হইবে।

(৮) মূল্যায়ন কর্মসূচিতে প্রস্তাবিত জাতের উদ্দেশ্য বিবেচনায় রাখিয়া এর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ স্ট্যান্ডার্ড চেক (ছাড়কৃত সর্বোচ্চ ফলন ও সমজীবনকাল সম্পন্ন জাত) হিসাবে গ্রহণ করিয়া Test Design করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে দানার আকার-আকৃতি, জীবনকাল ও ফলন বিবেচনা করিয়া কোন জাতকে স্ট্যান্ডার্ড চেক জাত হিসাবে নির্বাচন করিতে হইবে। ট্রায়ালের পরিচালনার ক্ষেত্রে চেক জাত হিসাবে প্রজনন শ্রেণির বীজ ব্যবহার করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করিয়া বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী চেকজাত নির্ধারণপূর্বক ট্রায়াল বাস্তবায়ন করিবে।

(৯) ট্রায়ালের ক্ষেত্রে একক প্লট সাইজ ২০ বর্গমিটার (৫মিটার X ৪মিটার) হইবে। ঢলিয়া পড়িবার মানদন্ড (০-৯), রোগ ও পোকামাকড় সংক্রমণ এবং ফেনোটাইপিক স্কেল পরিমাপের ক্ষেত্রে IRRI এর Standard Evaluation System (SES) গাইডলাইন অনুসরণ করিয়া সংশ্লিষ্ট মাঠ মূল্যায়ন দলকে মাঠ মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করিতে হইবে। যেইহেতু বিভিন্ন অঞ্চলে প্রস্তাবিত জাত মূল্যায়ন করিতে হইবে, সেইহেতু প্রস্তাবিত জাতের গড় উৎপাদন ক্ষমতা এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য চেক জাতের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে। প্রস্তাবিত এবং চেক উভয় জাত কোড নম্বর দিয়া পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ট্রায়ালের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে বিতরণ করিবেন। সার, সেচ ও অন্যান্য পরিচর্যা প্রস্তাবিত এবং চেক উভয় জাতের ক্ষেত্রে একই ধরনের হইবে।

(১০) জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক মূল্যায়ন কার্যাদি পরিচালিত হইবে।

(১১) জাত মূল্যায়ন ও মাঠ মূল্যায়নের কার্যক্রমের তথ্য পরিশিষ্ট 'খ' তে উল্লিখিত ছকে সংগ্রহ করিতে হইবে।

(১২) প্রস্তাবিত জাতের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য মাঠ মূল্যায়নের সময় মূল্যায়িত হইবে। প্রতিটি অনস্টেশন ও অনফার্ম পরীক্ষার জন্য মূল্যায়ন ছকে (পরিশিষ্ট 'খ') তথ্য সংগ্রহ করিয়া মূল্যায়ন দলের মতামতসহ এক মাসের মধ্যে সরাসরি পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। উক্ত অনস্টেশন ও অনফার্ম এর ফলাফল দিয়া পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী পরিসংখ্যানিক তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক (LSD and CV) একটি Computerized Mean Performance Data Sheet তৈরি করিবেন।

(১৩) প্রস্তাবিত জাতের মিলিং আউট টার্ন কমপক্ষে ৬৬% পর্যন্ত এবং আস্ত চালের পরিমাণ সর্বনিম্ন ৫০% পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হইবে। জাত ছাড়করণে এ্যামাইলোজের পরিমাণ সাধারণ ও সুগন্ধি ধানের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ২০% পর্যন্ত, গ্লুটিনাস ও বিশেষ গুনসম্পন্ন জাতের ক্ষেত্রে এ্যামাইলোজের পরিমাণ ২০% এর নিচে হতে পারে। মিলিং আউটটার্ন এবং এ্যামাইলোজের পরিমাণ স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে পরীক্ষাপূর্বক এর রিপোর্ট ছাড়করণের আবেদনের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে। ধানের জাত ছাড়করণের ক্ষেত্রে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উল্লিখিত এ্যামাইলোজের পরিমাণের তথ্য বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট অথবা যে কোনো মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের ল্যাবরেটরীর মাধ্যমে যাচাই করিয়া বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করিবে। ইহা ছাড়া প্রস্তাবিত জাতগুলোর বিশেষ/সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং নমুনা চাল/ধান জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্যদের নিকট বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী উপস্থাপন করিবে।

(১৪) অনফার্ম ও অনস্টেশন পরীক্ষার ফলাফল প্রাপ্তির দুই মাসের মধ্যে বিশ্লেষিত তথ্য ও মাঠ মূল্যায়ন দলের মতামতসহ প্রতিবেদন পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপন করিবে।

(১৫) কারিগরি কমিটির সভায় বিস্তারিত যাচাই-বাছাই শেষে সুপারিশসহ গড় ফলন, জীবনকাল, উৎস ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিবে।

(১৬) ২(দুই)টি স্থানের ট্রায়াল প্লট প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অন্য কোন কারণে নষ্ট হইলে উক্ত ট্রায়াল প্লট বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। বিনষ্ট প্লট/ স্থান দুইটির ফলন বাদ দিয়া অবশিষ্ট ট্রায়ালকৃত প্লট/ স্থানগুলোর গড় ফলন বিবেচনা করিয়া ফলাফল প্রস্তুত করিতে হইবে। কিন্তু দুই এর অধিক স্থানের ট্রায়াল প্লট প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অন্য কোন কারণে নষ্ট হইলে পরবর্তী বৎসরে পুনঃট্রায়াল বাস্তবায়ন করিতে হইবে। ট্রায়াল নির্বাচনের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত স্থান বিবেচনার জন্য ফসলের Stress Tolerance/ Resistance বা অন্যান্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া বিবেচনায় আনিতে হইবে।

বিঃদ্রঃ ইনব্রেড ধান ফসলের জাত ছাড়করণে নিম্নবর্ণিত আইন এবং বিধিমালা অনুসরণ করিতে হইবেঃ

(১) জাত ছাড়করণের জন্য বীজ আইন, ২০১৮ এবং বীজ বিধিমালা, ২০২০;

(২) মেধাস্বত্ব অধিকার (Intellectual Property Rights, IPR) হিসাবে উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ (জাত সংরক্ষণ;

(৩) ব্রিডারের মেধা সংরক্ষণ এবং কৃষকের মেধা সংরক্ষণ);

(৪) উদ্ভিদের জাত, বীজ ও জার্মপ্লাজম আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে উদ্ভিদ সংগনিরোধ আইন, ২০১১ এবং উদ্ভিদ সংগনিরোধ বিধি, ২০১৮;

(৫) বীজের মান নিশ্চিতকরণের জন্য বীজ মান (Seed Standard) এবং মাঠমান (Field Standard) গাইডলাইন, ২০১০।

অনস্টেশন এবং অনফার্ম এর ট্রায়াল স্থান নিম্নরুপঃ

অঞ্চল	প্রাতিষ্ঠানিক খামার	কৃষক পর্যায়ে
(১) ঢাকা অঞ্চল	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), গাজীপুর।	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষকের মাঠ
(২) ময়মনসিংহ অঞ্চল	বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা), ময়মনসিংহ/আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, জামালপুর।	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষকের মাঠ
(৩) কুমিল্লা অঞ্চল	আঞ্চলিক কার্যালয়, ব্রি, কুমিল্লা/আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, কুমিল্লা/বিনা উপকেন্দ্র, কুমিল্লা।	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষকের মাঠ
(৪) চট্টগ্রাম অঞ্চল	আঞ্চলিক কার্যালয়, ব্রি, সোনাগাজী/ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), ফেনী/ আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম/বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), সুবর্ণচর, নোয়াখালি।	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষকের মাঠ
(৫) রাঙ্গামাটি অঞ্চল	পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, রাইখালী, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা/বিনা উপকেন্দ্র, খাগড়াছড়ি।	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষকের মাঠ
(৬) বরিশাল অঞ্চল	আঞ্চলিক কার্যালয়, ব্রি, বরিশাল/ আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, রহমতপুর, বরিশাল/কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই), রহমতপুর, বরিশাল/লাকুটিয়া বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, বরিশাল।	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষকের মাঠ
(৭) যশোর অঞ্চল	পাথিলা বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, চুয়াডাঙ্গা/আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, যশোর।	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষকের মাঠ
(৮) রাজশাহী অঞ্চল	আঞ্চলিক কার্যালয়, ব্রি. রাজশাহী/আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট, শ্যামপুর, রাজশাহী/বিনা উপকেন্দ্র, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষকের মাঠ
(৯) রংপুর অঞ্চল	আঞ্চলিক কার্যালয়, ব্রি, রংপুর/সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বারি, রংপুর/পাট গবেষণা আঞ্চলিক কেন্দ্র, রংপুর/বিনা উপকেন্দ্র, রংপুর।	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষকের মাঠ

(১০) সিলেট অঞ্চল	আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, আকবরপুর, মৌলভীবাজার/ আঞ্চলিক কার্যালয়, ব্রি, হবিগঞ্জ/ সিলেট বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, সিলেট/ বিনা উপকেন্দ্র, সুনামগঞ্জ।	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষকের মাঠ
(১১) ফরিদপুর অঞ্চল	কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই), ফরিদপুর/ মসলা গবেষণা উপকেন্দ্র, বারি, ফরিদপুর/ আঞ্চলিক কার্যালয়, ব্রি, ভাঙ্গা, ফরিদপুর/ বিনা উপকেন্দ্র, গোপালগঞ্জ।	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষকের মাঠ
(১২) খুলনা অঞ্চল	আঞ্চলিক কার্যালয়, ব্রি, সাতক্ষীরা/বিনা উপকেন্দ্র, সাতক্ষীরা।	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষকের মাঠ
(১৩) বগুড়া অঞ্চল	আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বারি, ঈশ্বরদী, পাবনা/টেবুনিয়া বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, পাবনা/আঞ্চলিক কার্যালয়, ব্রি, সিরাজগঞ্জ।	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষকের মাঠ
(১৪) দিনাজপুর অঞ্চল	বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট, নশিপুর, দিনাজপুর/ নশিপুর ভিত্তি পাট বীজ উৎপাদন খামার, বিএডিসি, দিনাজপুর।	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষকের মাঠ

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মো: আকতার হোসেন খান

প্রধান বীজতত্ত্ববিদ

বীজ অধিশাখা।

পরিশিষ্ট 'ক'

ফরম-১০

[বীজ বিধিমালা, ২০২০ এর বিধি- ১১ এর উপ বিধি (২) দ্রষ্টব্য]

নিয়ন্ত্রিত ফসলের জাত ছাড়করণ আবেদন

বরাবর
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী

তারিখঃ

১। প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানাঃ

২। বীজ ডিলার নিবন্ধন নম্বর (হালনাগাদ):

৩। প্রস্তাবিত জাতের উন্নয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানাঃ

৪। যে জাত হইতে প্রস্তাবিত জাতের উদ্ভব হইয়াছে তাহার

(ক) বাংলা নামঃ

(খ) ইংরেজি নামঃ

(গ) উদ্ভিদতাত্ত্বিক/ বৈজ্ঞানিক নামঃ

(ঘ) স্টেশন নম্বরঃ

(ঙ) জাতের প্রস্তাবিত নাম (বাংলা ও ইংরেজি):

৫। প্রস্তাবিত জাতের উৎসঃ

(ক) সূচনাঃ

(খ) উৎস দেশ/স্থান ও প্রতিষ্ঠানের নামঃ

(গ) মূল স্টেশন নম্বর (Number):

(ঘ) বংশ পরিচয় নম্বর (Pedigree Number):

(ঙ) প্যারেনটেজ (Parentage):

৬। প্রস্তাবিত জাতের পরিবেশগত (Ecological) চাহিদাঃ

(ক) মৌসুমঃ

(খ) মৃত্তিকাঃ

(গ) পানিঃ

(ঘ) অন্য কোনো তথ্যঃ

৭। প্রস্তাবিত জাতের কৃষিতাত্ত্বিক (Agronomical) চাহিদাঃ

(ক) চাষ পদ্ধতিঃ

(খ) প্রতি হেক্টরে বীজের হার (কেজি):

(গ) রোপণ দূরত্বঃ

(ঘ) প্রতি হেক্টরে গাছের সংখ্যাঃ

(ঙ) প্রতি হেক্টরে সারের প্রয়োজনীয়তাঃ

(চ) মাঠে ফসলের জীবনকাল (বীজ হইতে বীজ):

৮। পণ্য ব্যবহারের জন্য যদি বিশেষ প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে উহার বিবরণঃ

৯। ফসলের ব্যবহারযোগ্য অংশের নামঃ

১০। রোগ এবং পোকার প্রতিক্রিয়ার উপর কোনো পরীক্ষা করা হইয়া থাকিলে উহার বিবরণঃ

(ক) প্রাকৃতিক (পরীক্ষিত মৌসুম/বৎসরের সংখ্যা):

(খ) কৃত্রিমঃ

১১। প্রস্তাবিত জাতের স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের বর্ণনাঃ

১২। নিম্নলিখিত পরীক্ষাগুলোর বর্ণনা (টন/হে.):

(ক) অগ্রগামী সারির ফলন পরীক্ষা (AYT):

(খ) আঞ্চলিক ফলন পরীক্ষা (RYT):

(গ) অগ্রগামী সারির অভিযোজন পরীক্ষা (ALART):

(ঘ) কৃষিতাত্ত্বিক পরীক্ষাঃ

(ঙ) খামারে ফলন পরীক্ষাঃ

(চ) কৃষকের মাঠে পরীক্ষা (PVT):

১৩। (ক) প্রজনন দ্রব্যের উৎসঃ

(খ) প্রস্তাবিত জাত উন্নয়নের পদ্ধতিঃ

১৪। (ক) প্রস্তাবিত জাতের সামগ্রিক অঙ্গাসংস্থান (Morphology):

(খ) জাত শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যঃ

১৫। (ক) কৃষি-পরিবেশ অঞ্চলে (Agro-Ecological Zone) জাতটির উপযুক্ততাঃ

(খ) উপযুক্ত শস্য বিন্যাসের বর্ণনা, যদি থাকেঃ

১৬। সার ও পানি ব্যবস্থপনাসহ অনুকূল চাষ পরিচর্যার বর্ণনা:

(ক) রোপণ:

(খ) সার প্রয়োগ:

(গ) পানি ব্যবস্থাপনা:

১৭। (ক) ফলন পরীক্ষার ফলাফল এবং প্রস্তাবিত জাতের বর্ণনা:

(খ) সর্বোত্তম জাতের বৈশিষ্ট্যের সহিত তুলনামূলক পার্থক্য:

(গ) কোনো প্রজাতির প্রত্যাহারের পরামর্শ থাকিলে তাহার নাম:

১৮। শস্য সংগ্রহ পদ্ধতি:

১৯। (ক) প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং গুদামজাতকরণের পদ্ধতি (কোনো নূতন পদ্ধতির প্রয়োজন হইলে তাহার বর্ণনা):

(খ) গুদামজাতকরণ পরীক্ষার ফলাফল:

(১) প্রাকৃতিক অবস্থায়:

(২) শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (বিশেষ প্রকার/পদ্ধতি):

২০। (ক) ভৌত উপাদান (আকার, আকৃতি, ওজন ইত্যাদি) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

আকার/ আকৃতি:

বুনট (Texture):

বর্ণ (Colour):

এক হাজার দানার ওজন (গ্রাম) (আলু/ ইক্ষু ব্যতীত):

বীজের সুপ্ততা:

(খ) রাসায়নিক উপাদান, পুষ্টিগত অবস্থা এবং রান্নার উপযোগিতা কৌশল (ভোজ্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে):

(গ) পুনরুদ্ধারের অনুপাত (Recovery ratio) (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

(ঘ) ফসলের ভোগ্য অংশ ভাঙ্গার অনুপাত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

২১। রোগ বালাইয়ের প্রতিক্রিয়া:

২২। বীজ হিসাবে ব্যবহৃত অংশ:

২৩। (ক) বীজ উৎপাদনের পদ্ধতি (ইনব্রিড বা হাইব্রিডের জন্য গৃহীত বিশেষ সতর্কতা, পৃথকীকরণ মান, বীজের জীবনীশক্তি কমপক্ষে
১২(বার) মাস পর্যন্ত বর্ধিতকরণ এবং বিশেষ গুদামজাতকরণের প্রয়োজনীয়তা):

(খ) অঙ্গসংস্থানগতভাবে (Morphologically) কাছাকাছি (Most Similar) জাত বা প্রজাতিসমূহের তালিকা:

(গ) ডিইউএস (DUS) টেস্ট এর আলোকে কাছাকাছি (Most Similar) জাত বা প্রজাতির তালিকা হইতে পার্থক্যের তালিকা
(প্রমাণপত্র দাখিল করিতে হইবে);

২৪। (ক) কে বা কোথায় প্রজনন বীজ উৎপাদন করিবে:

(খ) মৌসুমওয়ারী/ বাৎসরিক কী পরিমাণ প্রজনন বীজ সরবরাহ করা যাইতে পারে:

(গ) কে ভিত্তি বীজ ও প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদন করিবে এবং উৎপাদনকারীর মতামত নেওয়া হইয়াছে কি না:

(ঘ) ডিএই যখন কৃষকের মাঠে জাত উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতায় প্রদর্শনী গ্রহণে সমর্থ হইবে তখন কতগুলি প্রদর্শনী করিতে হইবে:

(ঙ) উপরে উল্লিখিত সকল তথ্য ও ফসল সংগ্রহোত্তর এবং বীজ উৎপাদন সংবলিত একটি বাংলা প্রযুক্তি অনুলিপি এতদসঙ্গে সংযোজিত।

২৫। অতিরিক্ত তথ্যাবলি:

আবেদনকারীর নাম, পদবি এবং স্বাক্ষর, তারিখ ও সিল

আবেদনপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে:

১। বীজ ডিলার নিবন্ধন সনদের কপি।

২। আবেদনকারী কর্তৃক জাতটির গুণগতমান ও বৈশিষ্ট্যসমূহ সংরক্ষণের দায়-দায়িত্ব বহন করিবার ঘোষণাপত্র।

৩। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশনের সদস্য মর্মে সনদপত্রের কপি দাখিল করিতে হইবে।

পরিশিষ্ট 'খ' (সংশোধিত ছক)

ইনব্রেড ধানের মাঠ মূল্যায়ন ছক

পরিদর্শনের তারিখ: ফুল আসার পর্যায় (১ম পরিদর্শন)...................পরিপক্কতার পর্যায় (চূড়ান্ত পরিদর্শন) ....

ট্রায়ালের স্থান: ....

জাতের কোড নং	বীজ তলায় বপনের তারিখ	মূল জমিতে রোপণের তারিখ	৫০% ফুল আসার তারিখ	প্রধান রোগ সমূহের প্রতিক্রিয়ার মানদন্ডের স্কেল (০-৯)		প্রধান পোকামাকড় সমূহের প্রতিক্রিয়ার মানদন্ডের স্কেল (০-৯)		ফেনোটাইপিক গ্রহনযোগ্যতার মানদন্তের স্কেল (০-৯)		ঢলে পড়ার মানদন্ড (%)		পরিপক্কতার তারিখ	পরিপক্কতার সময় (দিন) (বীজ হইতে বীজ)	১৪% আর্দ্রতায় ফলন (কেজি/হে.)			গড় ফলন (কেজি/ হে.)	মন্তব্য
				১ম পরিদর্শন	চূড়ান্ত পরিদর্শন	১ম পরিদর্শন	চূড়ান্ত পরিদর্শন	১ম পরিদর্শন	চূড়ান্ত পরিদর্শন	১ম পরিদর্শন	চূড়ান্ত পরিদর্শন			R1	R2	R3		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯

কর্তনের তারিখ সমূহ : ১। ; ২।

মূল্যায়ন দলের সদস্যবৃন্দের নাম, পদবি, প্রতিষ্ঠান, স্বাক্ষর ও তারিখ		**দলনেতার নাম, পদবি, প্রতিষ্ঠান, স্বাক্ষর ও তারিখ**	
১ম মূল্যায়ন	চূড়ান্ত মূল্যায়ন	১ম মূল্যায়ন	চূড়ান্ত মূল্যায়ন
১।	১।		
২।	২।		
৩।	৩।		
৪।	৪।		
৫।	৫।		
৬।	৬।		
৭।	৭।		

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd